সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৬৮
WEEKLY BOOKLET: 368

আরবায়িনে আত্তার

পর্ব: ২

আমীরে আহলে সুন্নাত دامت برکاتہم العالیہ এর কলম শরীফে লিখিত দরূদ শরীফের ফযীলতের বিভিন্ন হাদীসে মোবারকা

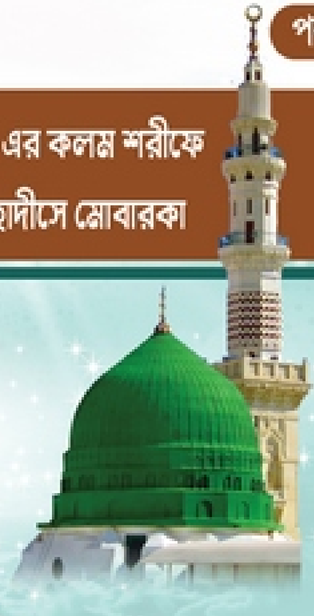

শায়খে তরীকত, আমীরে আহলে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী

উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আরবায়িনে আত্তার

(পর্ব: ২)

প্রথমে এটি পড়ে নিন

দোয়ায়ে আত্তার: হে মুস্তফার প্রতিপালক! যে কেউ এই পুস্তিকাটি **“আরবায়িনে আত্তার (পর্ব: ২)”** পড়ে বা শুনে নিবে তাকে চলতে ফিরতে, উঠতে বসতে সব সময় দরুদ ও সালাম পাঠ করার তাওফিক দান করো আর তার পিতামাতাকে বিনা হিসাবে ক্ষমা করো।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

যেই দরজা দিয়ে ইচ্ছা জান্নাতে প্রবেশ করো

আল্লাহ পাকের প্রিয় শেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: আমার উম্মতের জন্য যে ব্যক্তি ৪০টি হাদিস মুখস্ত করেছে, যার মাধ্যমে আল্লাহ পাক তাদেরকে উপকার দান করেন, তবে তাকে বলা হবে: “জান্নাতের যেই দরজা দিয়ে ইচ্ছা প্রবেশ করো।” **(আল ইলালুল মুতানাহিয়া লি ইবনে জাওযি, ১/১১৯, হাদিস: ১৬২)**

অপর এক হাদিসে পাকে প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার উম্মতের নিকট পৌঁছানোর জন্য দ্বীন সম্পর্কিত “চল্লিশটি হাদিস” মুখস্ত করে নিবে, আল্লাহ পাক তাকে কিয়ামতের দিন আলিমে দ্বীন হিসেবে উঠাবেন আর কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো এবং তার পক্ষে সাক্ষী হবো। **(মিশকাতুল মাসাবিহ, ১/৬৮, হাদিস: ২৫৮)**

চল্লিশটি হাদিসই বা কেনো?

হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এই হাদিসে পাকের ব্যাখ্যায় লিখেন: ওলামায়ে কেরাম বলেন যে, রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর এই বাণী দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মানুষের নিকট চল্লিশটি হাদিস পৌঁছানো, যদিওবা সেগুলো মুখস্ত না থাকুক বা অর্থও জানা না থাকুক। এই হাদিসে পাকের কারণে পূর্বে অনেক বড় বড় ওলামায়ে কেরাম রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুপারিশের প্রত্যাশী হওয়ার ও মানুষকে এটার আশাবাদী বানানোর জন্য আরবায়িনাত (অর্থাৎ চল্লিশ হাদিস) লিখেছেন। শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবি رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ নিজের ব্যাপারে বিনয় প্রকাশ করতে গিয়ে লিখেন: ফকির অধমও "চেহেল (অর্থাৎ চল্লিশ) হাদিস" সম্বলিত কিতাব লিখেছি। ইলমে হাদিসের খেদমত ও পাঠদানের পর সর্বপ্রথম আমার যেই লিখনীর তাওফিক নসিব হয়েছে তা হলো "আরবায়িন" (অর্থাৎ চল্লিশ হাদিস)।

(আশিয়্যাতুল লুমআত, (উর্দু), ১/৫১৭)

দরুদ ও সালাম সম্বলিত আরবায়িনে আত্তার (পর্ব: ২) লিখার কারণ

হে আশিকানে রাসূল! চল্লিশ হাদিস পৌঁছানোর এই ফযিলত অর্জন করার জন্য শতাধিক ওলামায়ে কেরাম (كَثَّرَهُمُ اللهُ السَّلَام অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাঁদের সংখ্যা খুব বৃদ্ধি করুক) চল্লিশ হাদিস লিখেছেন। আমীরে আহলে সুন্নাত হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَكَاتُهُمُ الۡعَالِيَه এর কলমে লিখিত চল্লিশটি হাদিস তথা "আরবায়িনে আত্তার (পর্ব: ১)" গত বছর রবিউল আউয়াল শরীফ ১৪৪৫ হিজরি অনুযায়ী সেপ্টেম্বর ২০২৩ এর খুশির দিনে আপনাদের মাঝে উপহার দিয়েছেন।

আল্লাহ পাকের দয়া ও তাঁর প্রিয় শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগ্রহে সেটা অনেক গ্রহনযোগ্যতা অর্জন করেছে এবং আশিকানে রাসূলের পক্ষ থেকে আরও বেশি গ্রহনযোগ্যতা অর্জিত হয়েছে, দেখতে দেখতে ৩০ হাজার ছাপানো

www.dawateislami.net

এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনায় শেষ হয়ে গেছে। লাখো আশিকানে রাসূল এর PDF থেকে উপকৃত হয়েছে এবং অধ্যয়ন করেছে। প্রায় ৫০ হাজারের চেয়েও বেশি ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোন এই চল্লিশ হাদিস মুখস্ত করে নিয়েছে যার ব্যাপারে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ঐসময় অনুষ্ঠিত মাদানী মুযাকারায় বলেন: “আমার জীবনের এটাই প্রথম পুস্তিকা যা এত সংখ্যক আশিকানে রাসূল মুখস্ত করেছে।” اَلْحَمْدُ لِلّٰه আগামী বছর রবিউল আউয়াল শরীফ ১৪৪৬ হিজরিতে আমি দরুদ সালাম সম্পর্কিত “আরবায়িনে আত্তার (পর্ব: ২)” লিখার চেষ্টা করবো।

আরবায়িনে আত্তার (পর্ব: ২) কিভাবে লিখা হলো?

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করা আমাদের অন্তরে প্রশান্তি ও চোখের নুর, দরুদ ও সালামের অসংখ্য ফযিলত ও বরকত রয়েছে। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বিগত বছরের নিয়্যত ও টার্গেট পূর্ণ হয়েছে। আরবায়িনে আত্তার (পর্ব: ২) আপনাদের হাতে চলে এসেছে, এইভাবে দরুদ ও সালামের ফযিলত সম্বলিত আমীরে আহলে সুন্নাতের একটি পুস্তিকা তথা “যিয়ায়ে দরুদ ও সালাম” অনেক বছর আগে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত হয়েছে কিন্তু আরবায়িনে আত্তার (পর্ব: ২) এ বিদ্যমান হাদিসে মুবারকা সেগুলো ছাড়া অন্য বিষয়ে লিখা হয়েছে। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه গত বছর রবিউল আওয়াল শরীফেই এই কাজটি খুব দ্রুত করার ইচ্ছা পোষণ করেছিলেন অতঃপর যখনই সুযোগ পেতেন তিনি তাঁর কলম দ্বারা মাঝে মাঝে হাদিসে মুবারকা লিখে নিতেন, যেটা লিখেন (***Original Hand writing***) ও কম্পোজিংয়ে জমা করে দাওয়াতে ইসলামীর মজলিস আল মদীনাতুল ইলমিয়া (ইসলামিক রিসার্চ সেন্টার) এর বিভাগ “সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন” এর পক্ষ থেকে আরবায়িনে আত্তার (পর্ব: ২) আকারে উপস্থাপন করা হচ্ছে। এই পুস্তিকাটির একটি বিশেষত্ব হলো যে, প্রতি পৃষ্ঠায় বিদ্যমান হাদিসে পাকের

নিচে দেয়া **QR** কোড এর স্ক্যান করাতে আপনারা সেই হাদিস শরীফ অডিও আকারে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর কণ্ঠে শুনতে পারবেন। মুবাল্লিগ ও মুবাল্লিগাগণ দরুদ ও সালাম সম্পর্কিত এই আরবায়িনে আত্তার (পর্ব: ২) মুখস্ত করে নিলে তবে নিজেদের বয়ান ইত্যাদির মধ্যে উৎসাহ প্রদান ও দরুদ ও সালামের মাধ্যমে নিজের মুখকে সতেজ রাখতে সহায়ক হবে।

আল্লাহ পাক আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর হায়াতে কল্যাণ ও সুস্থতা দান করো এবং তাঁর হৃদ্যতাপূর্ণ ছায়া আমাদের মাথার উপর কল্যাণ ও সহজতার সহিত নিরাপদ ও বরকতময় রাখো। আল্লাহ পাক! তাঁর দয়া ও অনুগ্রহে এই কিতাবটিকে আমাদের পীর ও মূর্শিদ আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه, তাঁর মাতাপিতা ও যারা যারা এই কিতাবের জন্য কাজ করেছে তাদের সকলের জন্য বিনা হিসাবে ক্ষমা ও প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুপারিশের মাধ্যম বানিয়ে দিক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

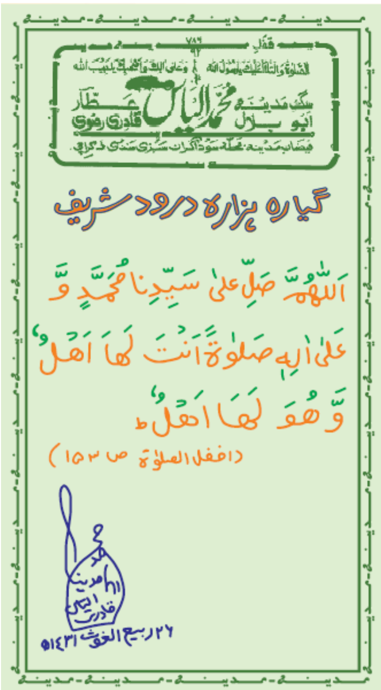

সাপ্তাহিক পুস্তিকা অধ্যয়ন বিভাগ

আরবায়িনে আত্তার (পর্ব: ২) সম্পূর্ণ দেখতে ও শুনতে এই **QR CODE** স্ক্যান করুন।

SCAN ME

এগারো হাজার দরুদ শরীফের সাওয়াব

হযরত ইমাম হাফিয জালাল উদ্দীন সুয়ুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: এই দরুদে পাক একবার পাঠ করা এগারো হাজারবার দরুদ পাঠ করার সমান।

(আফদলুস সালাম আলা সায়্যিদিস সাআদাত, ১৫৩ পৃ:)

মসজিদে আসা যাওয়া করার সময় রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে সালাম

اِذَا دَخَلَ اَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلْيَقُلْ : اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِي اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيُسَلِّمْ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلْيَقُلْ: اَللّٰهُمَّ بَاعِدْنِي مِنَ الشَّيْطَانِ

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন তোমাদের মধ্যে কেউ মসজিদে প্রবেশ করে, সে যেনো তখন নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সালাম প্রেরণ করে এবং আরয করে: হে আল্লাহ পাক! আমার জন্য তোমার রহমতের দরজা খুলে দাও আর যখন মসজিদ থেকে বের হবে, তখনো নবীয়ে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি সালাম প্রেরণ করে আর তা এইভাবে আরয করবে: হে আল্লাহ পাক! আমাকে শয়তান থেকে দূরে করে দাও।" **(সুনানে কুবরা লিন নাসায়ি, ৬/২৭, হাদিস: ৯৯১৮)**

আমার প্রতি দরুদে পাক প্রেরণ করো

صَلُّوا عَلَيَّ وَاجْتَهِدُوْا فِي الدُّعَاءِ وَقُوْلُوْا: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ

রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার প্রতি দরুদে পাক প্রেরণ করো আর অধিকহারে দোয়া করার চেষ্টা করো এবং বলো:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ ۔

(নাসায়ি, ২২১ পৃ:, হাদিস: ১২৮৯)

www.dawateislami.net

সদকা করতে অক্ষম ব্যক্তিদের দরুদ শরীফ

اَيُّمَا رَجُلٍ مُّسْلِمٍ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ صَدَقَةٌ فَلْيَقُلْ فِي دُعَائِهٖ: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ فَاِنَّهَا زَكَاةٌ وَقَالَ: لَا يَشْبَعُ الْمُؤْمِنُ خَيْرًا حَتّٰى يَكُوْنَ مُنْتَهَاهُ الْجَنَّةُ

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যেই মুসলমানের নিকট সদকা করার মতো কোন কিছু নেই তার উচিত নিজের দোয়ার মধ্যে এটা বলা যে:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ عَبْدِكَ وَرَسُوْلِكَ

وَصَلِّ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَاتِ

তবে এটি হলো যাকাত আর মুমিন কখনো কল্যাণের ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয় না যতক্ষণ না তার ঠিকানা জান্নাতে হয়ে যায়।" **(সহীহ ইবনে হাব্বান, ২/১৩০, হাদিস: ৯০০)**

হাদিসের ব্যাখ্যা: যেই ব্যক্তি সদকা করার সামর্থ্য রাখে না তার জন্য রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি আল্লাহ পাকের রহমতের দোয়া করা অর্থাৎ দরুদে পাক প্রেরণ করাটা তার জন্য সদকা (স্বরুপ)। **(আস সিরাজুল মুনির বিশরহে জামেইস সগির, ২/২৩২)**

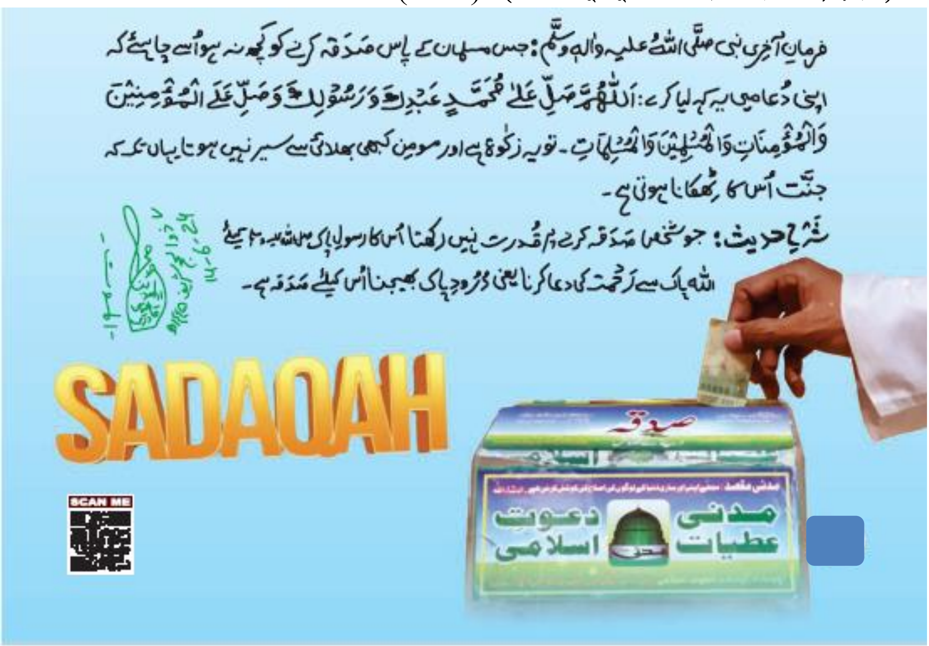

জমিনে বিচরণকারী ফেরেশতা

إِنَّ لِلّٰهِ مَلَائِكَةً سَيَّاحِيْنَ فِي الْاَرْضِ يُبَلِّغُوْنِيْ عَنْ اُمَّتِيَ السَّلَامَ

রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "জমিনের উপর কিছু ফেরেশতা বিচরণ করে, যারা আমার উম্মতের সালাম আমার নিকট পর্যন্ত পৌঁছিয়ে থাকে।" **(আল ইহসান বিতারতীবিবনে হাব্বান, ২/১৩৪, হাদিস: ৯১০)**

দোয়ার মধ্যে দরুদ শরীফ

اِجْعَلُوْنِي فِي وَسْطِ الدُّعَاءِ وَفِي أَوَّلِه وَفِي آخِرِهِ

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِه وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “আমাকে দোয়ার মাঝখানে, শুরুতে ও শেষে রাখো।” **(মুসান্নাফ আব্দুর রাজ্জাক, ২/১৪১, হাদিস: ৮৫০)**

(অর্থাৎ তোমরা আমার প্রতি দোয়ার শুরুতে ও মাঝখানে এবং শেষে দরুদ প্রেরণ করো)

অযুর পর দরুদে পাক পাঠ করুন!

لَا وُضُوْءَ لِمَنْ لَّمْ يُصَلِّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "তার অযু নেই, যে নবীয়ে পাক (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর উপর দরুদ পড়ে না।"

(মু'জামুল কবির, ৬/১২১, হাদিস: ৫৬৯৮)

হাদিসের ব্যাখ্যা: আল্লামা আব্দুর রউফ মুনাভি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: সেই ব্যক্তির অযু পরিপূর্ণ মর্যাদাপূর্ণ নয়, যে অযুর পর হুযুর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদে পাক পড়ে না।

(আত তাইসির বি শরহে জামিইস সগির, ২/৫০৩)

দরুদে পাক ও পুলসিরাত

اِنِّي رَاَيْتُ الْبَارِحَةَ عَجَبًا وَرَاَيْتُ رَجُلًا مِّنْ اُمَّتِي يَزْحَفُ عَلَى الصِّرَاطِ مَرَّةً وَيَحْبُو
مَرَّةً فَجَاءَتْهُ صَلَاتُهُ عَلَيَّ فَاَخَذَتْ بِيَدِهٖ فَاَقَامَتْهُ عَلَى الصِّرَاطِ حَتّٰى جَاوَزَ

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমি গতরাতে আশ্চর্যকর ঘটনা দেখলাম; এবং আমি দেখলাম আমার এক উম্মত পুলসিরাতের উপর কখনো পা হেঁচড়িয়ে আবার কখনো হাটুর উপর ভর করে হাটছিলো, তখনই সেই দরুদ এসে গেলো, যা সে আমার উপর প্রেরণ করেছিলো, সে তার হাত ধরে তাকে পুলসিরাতের উপর দাঁড় করিয়ে দিলো, এমনকি সে পুলসিরাত অতিক্রম করে নিলো।"

(মু'জামুল কবির, ২৫/২৮২, হাদিস: ৩৯)

হাদিসের ব্যাখ্যা: দরুদে পাক তাকে পুলসিরাত অতিক্রম করিয়ে জান্নাতে নিয়ে গেলো। **(আত তাইসির বি শরহে জামিইস সগির, ১/৩৭০)**

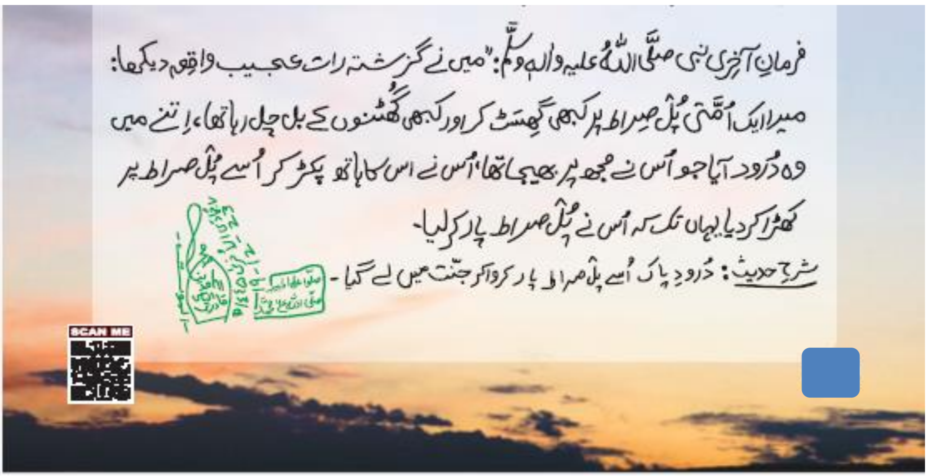

www.dawateislami.net

দোয়া কবুলিয়্যতের বেশি উপযোগী

اِذَا اَرَادَ اَحَدُكُمْ اَنْ يَسْاَلَ، فَلْيَبْدَاْ بِالْمِدْحَةِ، وَالثَّنَاءِ عَلَى اللهِ بِمَا هُوَ اَهْلُهُ ثُمَّ لِيُصَلِّ

عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، ثُمَّ لِيَسْاَلْ بَعْدُ فَاِنَّهُ اَجْدَرُ اَنْ يَّنْجَحَ

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যখন তোমাদের মধ্যে কেউ দোয়া করার ইচ্ছা করে, তবে তার উচিত আল্লাহ পাকের শান অনুযায়ী তাঁর প্রশংসা করা এরপর নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরুদ প্রেরণ করা, অতঃপর দোয়া করা, কেননা এই দোয়া কবুলিয়্যতের জন্য বেশি উপযোগী।” **(মু'জামুল কবির, ৯/১৫৫, হাদিস: ৮৭৮০)**

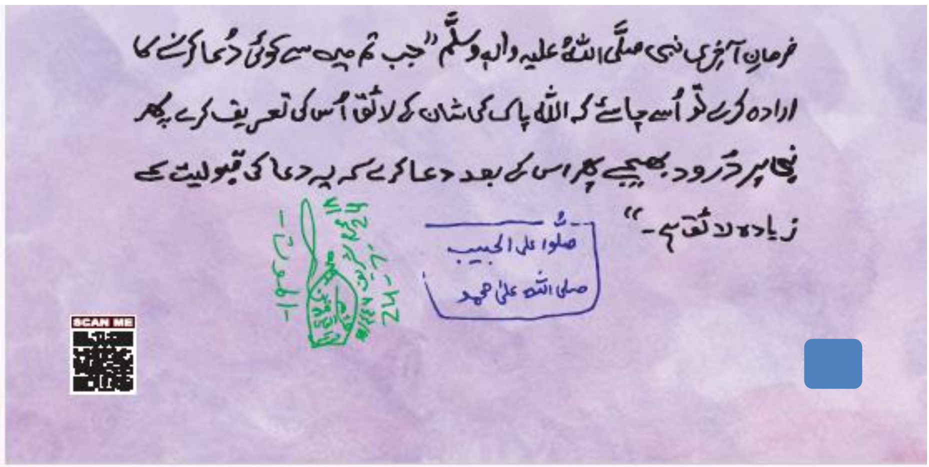

দোয়ায়ে মুস্তফা ও ১০টি নেকী

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ بَلَغَتْنِي صَلَاتُهُ، وَصَلَّيْتُ عَلَيْهِ، وَكُتِبَتْ لَهُ سِوٰى ذٰلِكَ عَشْرُ حَسَنَاتٍ

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরুদে পাক পড়লো, তার দরুদে পাক আমার নিকট পৌঁছায় আর আমি তার প্রতি দরুদ প্রেরণ (অর্থাৎ রহমতের দোয়া) করবো এবং এছাড়াও তার জন্য ১০টি নেকী লিখা হবে।” **(মু’জামুল আওসাত, ১/৪৪৬, হাদিস: ১৬৪২)**

এই দরুদ বান্দার কবরে নিয়ে যাও!

مَا مِنْ عَبْدٍ يُصَلِّي عَلَيَّ صَلَاةً اِلَّا عَرَجَ بِهَا مَلَكٌ حَتّٰى يَجِيْئَ بِهَا وَجْهَ الرَّحْمٰنِ عَزَّ وَجَلَّ فَيَقُوْلُ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ:

اِذْهَبُوْا بِهَا اِلٰى قَبْرِ عَبْدِىْ تَسْتَغْفِرُ لِقَائِلِهَا وَتَقَرُّ بِهَا عَيْنُهٗ

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন কোন বান্দা আমার প্রতি দরুদ শরীফ পড়ে তখন ফেরেশতা সেই দরুদ নিয়ে উপরে যায় এবং আল্লাহ পাকের দরবারে পৌঁছে, তখন আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন: এই দরুদ আমার বান্দার কবরে নিয়ে যাও, এই দরুদ এর পাঠকারীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে আর তা দেখে তার (নির্দিষ্ট বান্দার) চোখ শীতল হতে থাকবে।" **(আল ফিরদৌস, ৪/১০, হাদিস: ৬০২৬)**

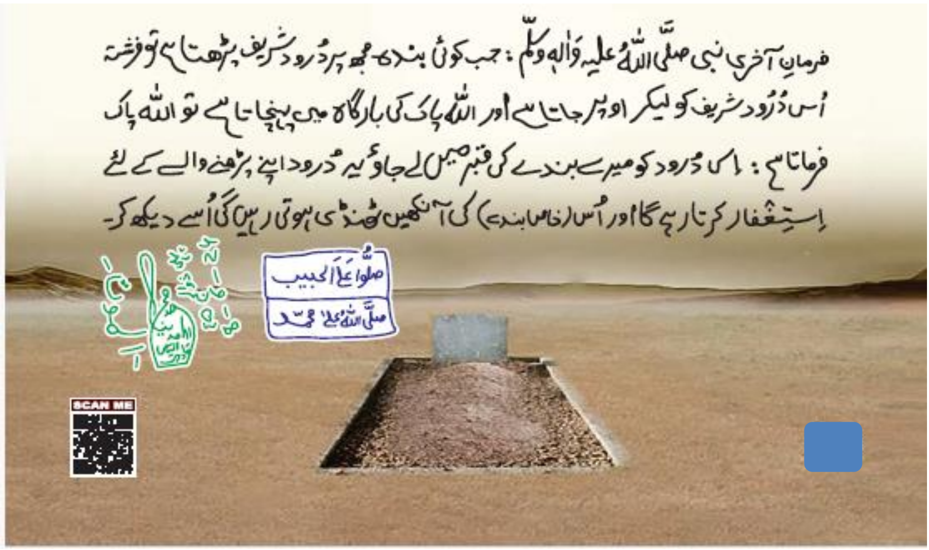

www.dawateislami.net

সুপারিশ ওয়াজিব গেলো

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ اَوْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَقَّتْ عَلَيْهِ شَفَاعَتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে আমার প্রতি একবার দরুদ শরীফ পড়লো অথবা আল্লাহ পাকের দরবারে আমার ওসিলায় দোয়া করলো, কিয়ামতের দিন তার জন্য আমার সুপারিশ ওয়াজিব হয়ে গেলো।” **(ফদ্বলুস সালাম আলান নবী লিল কাযী ঈসমাইল বিন ইসহাকুল আযদী, ১৪৭ পৃ:, হাদিস: ৫০)**

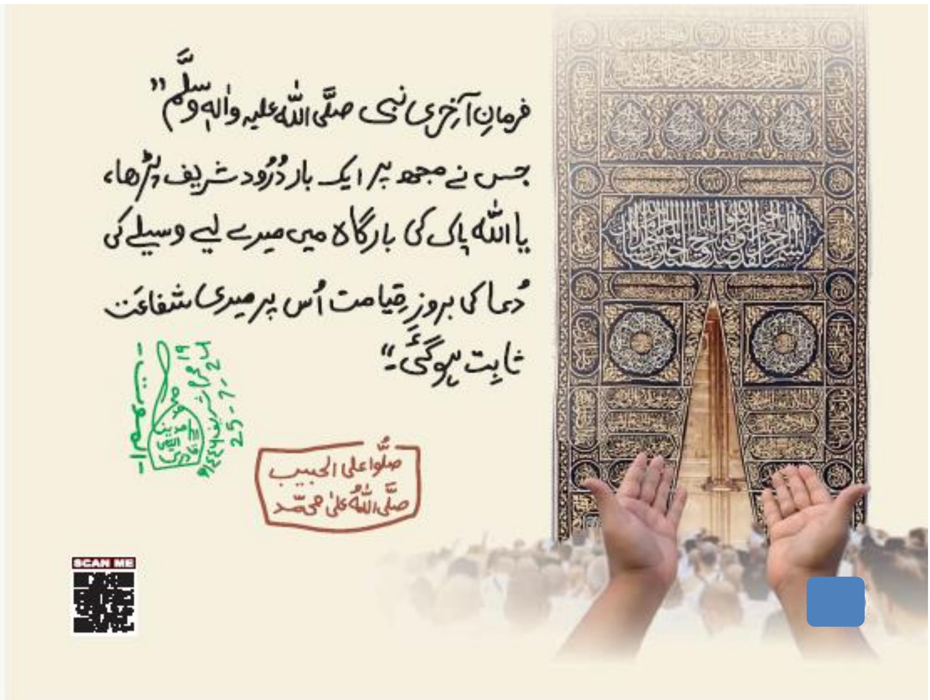

হাউজে কাউসারে পরিচয়

لَيَرِدَنَّ الْحَوْضَ عَلَيَّ اَقْوَامٌ مَا اَعْرِفُهُمْ اِلَّا بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَيَّ

রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "হাউজে কাউসারে আমার এমন গোত্রের সাথে দেখা হবে, যারা আমার প্রতি অধিকহারে দরুদে পাক পড়ার কারণে তাদেরকে আমি চিনতে পারবো।"

(আল ক্বওলুল বদী, ২৬৪ পৃ:)

একজন গোলাম মুক্ত করলো

مَنْ سَلَّمَ عَلَيَّ عَشْرًا فَكَاَنَّمَا اَعْتَقَ رَقَبَةً

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে আমার প্রতি দশ (১০) বার সালাম প্রেরণ করলো, সে যেনো একজন গোলাম মুক্ত করলো।" **(আশ শিফা, ২/৭৬)**

দোয়া ফেরত দেয়া হয়না

اَلدُّعَاءُ بَیْنَ الصَّلَاتَیْنِ لَا یُرَدُّ

নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "দুইটি (২) দরুদের মধ্যবর্তী করা দোয়া ফেরত দেয়া হয়না।" **(আশ শিফা, ২/৬৬)**

আগুনে প্রবেশ করবে না

مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ لَمْ يَلِجِ النَّارَ

নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে আমার প্রতি দরুদ প্রেরণ করবে, সে আগুনে প্রবেশ করবে না।”

(বুস্তানুল ওয়ায়েজিন লি ইবনে জাওযি, ৪১৮ পৃ:)

হৃদয় আলোকিত হয়

مَنْ اَكْثَرَ الصَّلَاةَ عَلَيَّ نَوَّرَ اللهُ قَلْبَهُ

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে আমার প্রতি অধিকহারে দরুদ শরীফ পড়বে, আল্লাহ পাক তার হৃদয়কে আলোকিত করে দিবেন।” **(বুস্তানুল ওয়ায়েজিন লি ইবনে জাওযি, ৪০৫ পৃ:)**

জাহান্নাম থেকে ৫০০ বছরের দূরত্ব

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِائَةَ مَرَّةٍ تَزَحْزَحَتِ النَّارُ عَنْهُ مَسِيْرَةَ خَمْسِمِائَةِ عَامٍ

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে আমার প্রতি একশত (১০০) বার দরুদ শরীফ পাঠ করবে, তাকে জাহান্নাম থেকে ৫০০ বছরের দূরত্বের (সমপরিমাণ) দূরে রাখা হবে।” **(বুস্তানুল ওয়ায়েজিন লি ইবনে জাওযি, ৪১১ পৃ:)**

www.dawateislami.net

বিপদ দূরকারী আমল

مَنْ عَسُرَ عَلَيْهِ شَيْءٌ فَلْيُكْثِرْ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَيّ فَإِنَّهَا تَحُلُّ الْعُقَدَ وَتَكْشِفُ الْكُرَبَ

নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি কোন বিপদের সম্মুখিন হয়, তার উচিত আমার প্রতি অধিক পরিমাণে দরূদ শরীফ পাঠ করা, কেননা আমার প্রতি দরূদে পাক পড়াতে বিপদ দূর হয়।" **(বুস্তানুল ওয়ায়েজিন লি ইবনে জাওযি, ৪১১ পৃ:)**

হেরেমের ১০টি নেকী

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ مِنْ اُمَّتِي كُتِبَتْ لَهُ عَشْرُ حَسَنَاتٍ مِّنْ حَسَنَاتِ الْحَرَمِ قِيْلَ يَا رَسُولَ اللهِ وَمَا حَسَنَاتُ الْحَرَمِ؟ قَالَ: اَلْحَسَنَةُ بِسَبْعِمِائَةِ حَسَنَةٍ

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "আমার যেই উম্মত আমার প্রতি একবার দরুদে পাক পড়ে, তার জন্য হেরেমের নেকী সমূহের মধ্য হতে দশটি (১০) নেকী লিখে দেয়া হয়।" আরয করা হলো: ইয়া রাসূলাল্লাহ! (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) হেরেমের নেকী কি? ইরশাদ করলেন: "হেরেমের একটি নেকী সাতশত (৭০০) নেকীর সমান।" **(বুস্তানুল ওয়ায়েজিন লি ইবনে জাওযি, ৩৯৭ পৃ:)**

فرمانِ آخری نبی صلّی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلّم: "میرا جو اُمّتی مجھ پر ایک بار دُرودِ پاک پڑھتا ہے اُس کے لئے حَرَم کی نیکیوں میں سے دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔" عرض کی گئی: یارسول اللہ! (صلّی اللہ علیہ واٰلہٖ وسلّم) حرم کی نیکیاں کیا ہیں؟ فرمایا: "حرم کی ایک نیکی سات سو (۷۰۰) نیکیوں کے برابر ہے۔"

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيب
صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সবাইকে ভালোভাবে উত্তর দেয়া হয়

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُسَلِّمُ عَلَيَّ فِي شَرْقٍ وَلَا غَرْبٍ اِلَّا اللهُ وَمَلَائِكَتُهُ يَرُدُّ عَلَيْهِ بِالَّتِيْ هِيَ أَحْسَنُ

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “পূর্ব ও পশ্চিমে যেসব মুসলমান আমার প্রতি সালাম প্রেরণ করে, আল্লাহ পাক ও তাঁর ফেরেশতারা তাকে এরচেয়েও ভালোভাবে উত্তর দিয়ে থাকে।”

(লিসানুল মিযান লি ইবনে হাজর আসকালানী, ৫/৩৪১)

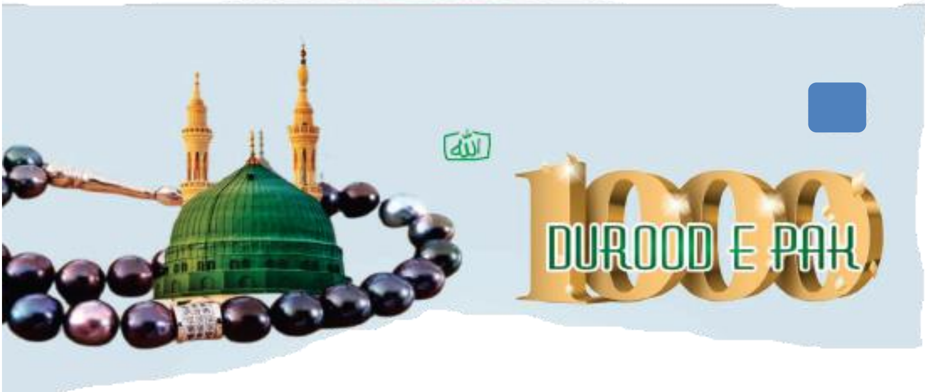

হাজারবার দরুদে পাক পড়ার ফযিলত

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ اَلْفاً زَاحَمَتْ كَتِفُهُ كَتِفِيْ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ

আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে আমার প্রতি এক হাজারবার দরুদে পাক প্রেরণ করে, জান্নাতের দরজায় সে আমার কাঁধের সাথে কাঁধ মিলানো থাকবে।” **(আল ক্বওলুল বদী, ২৪২ পৃ:)**

কিয়ামত পর্যন্ত ফেরেশতা দরুদ প্রেরণ করে

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ صَلَاةً تَعْظِيمًا لِحَقِّي جَعَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ تِلْكَ الْكَلِمَةِ مَلَكًا جَنَاحٌ لَهُ فِي الْمَشْرِقِ وَجَنَاحٌ لَهُ فِي الْمَغْرِبِ، وَرِجْلَاهُ فِي تُخُومِ الْاَرْضِ، وَعُنُقُهُ مَلْوِيٌّ تَحْتَ الْعَرْشِ فَيَقُولُ اللّٰهُ عَزَّوَجَلَّ لَهُ: صَلِّ عَلَى عَبْدِي كَمَا صَلَّى عَلَى نَبِيِّي فَهُوَ يُصَلِّي عَلَيْهِ اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে আমার হকের প্রতি সম্মান করার উদ্দ্যেশ্যে আমার প্রতি দরুদ প্রেরণ করে, আল্লাহ পাক তা থেকে একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করেন যার একটি ডানা পূর্ব দিকে, আরেকটি পশ্চিমে, দুই পা থাকে সাত আসমানের উপর আর গর্দান থাকে আরশের নিচে, আল্লাহ পাক তাকে ইরশাদ করেন: তোমরা আমার বান্দার উপর এইভাবে দরুদ প্রেরণ করো যেমনিভাবে সে আমার নবীর প্রতি প্রেরণ করেছে। ব্যস সেই ফেরেশতারা কিয়ামত পর্যন্ত ঐ বান্দার উপর দরুদ প্রেরণ করতে থাকবে।" (আত্তারগিব ওয়াত্তারহিব, ১৪ পৃ:)

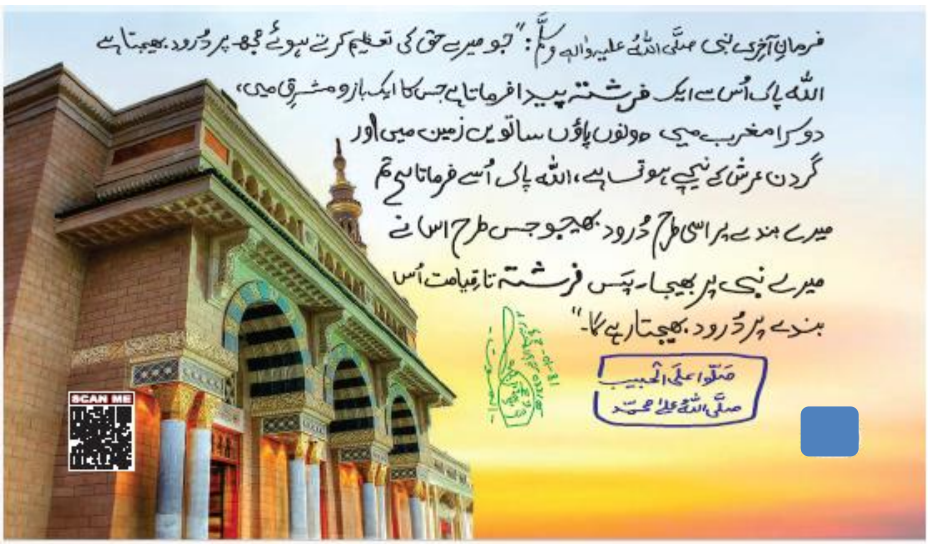

সাওয়াব শেষ হবে না

مَنْ كَتَبَ عَنِّي عِلْمًا فَكَتَبَ مَعَهُ صَلَاةً عَلَيَّ، لَمْ يَزَلْ فِي أَجْرٍ مَّا قُرِئَ ذَلِكَ الْكِتَابُ

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে আমার পক্ষ থেকে একটি হাদিস লিখে আর তার সাথে সাথে আমার প্রতি দরুদে পাকও লিখলো, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে হাদিস শরীফটি পড়া হতে থাকবে দরুদ লিখক সাওয়াব পেতে থাকবে।” **(আল ক্বওলুল বদী, ৪৬১ পৃ:)**

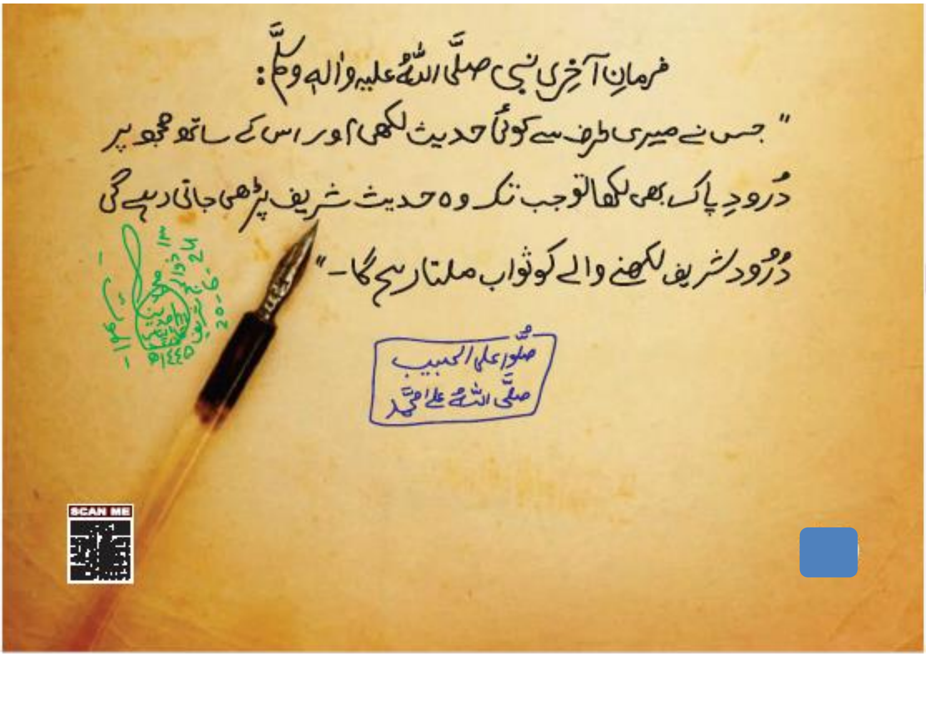

ভুলে যাওয়া বিষয় স্মরণ হয়ে যাবে

اِذَا نَسِیۡتُمۡ شَیۡئًا فَصَلُّوۡا عَلَیَّ تَذۡکُرُوۡہُ اِنۡ شَآءَ اللّٰہُ تَعَالٰی

আল্লাহ পাকের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার প্রতি দরুদে পাক পড়ো اِنۡ شَآءَ اللّٰہ সেই বিষয়টি স্মরণে এসে যাবে।" **(আল ক্বওলুল বদী. ৪২৭ পৃ:)**

প্রত্যেক বরকত থেকে বঞ্চিত ও শূণ্য

كُلُّ كَلَامٍ لَا يُذْكَرُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهِ فَيُبْدَأُ بِهٖ وَبِالصَّلَاةِ عَلَيَّ فَهُوَ مَمْحُوقٌ مِّنْ كُلِّ بَرَكَةٍ

নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “প্রত্যেক ঐ বিষয়, যা আল্লাহ পাকের যিকির ও আমার প্রতি দরুদ প্রেরণ করা ব্যতীত শুরু করা হয়, তা প্রত্যেক বরকত থেকে বঞ্চিত ও শূণ্য (হয়ে থাকে)।”

(আল ক্বওলুল বদী, ৪৫৪ পৃ:)

দারিদ্রতা দূর হয়

كَثْرَةُ الذِّكْرِ وَالصَّلَاةُ عَلَيَّ تَنْفِي الْفَقْرَ

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “আল্লাহ পাকের অধিকহারে যিকির করা ও আমার প্রতি দরুদ শরীফ পড়া দারিদ্রতা দূর করে।” **(আল ক্বওলুল বদী, ২৭৩ পৃ:)**

দোয়ার হেফাযতের মাধ্যম

صَلَاتُكُمْ عَلَيَّ مُحْرِزَةٌ لِّدُعَائِكُمْ وَمَرْضَاةٌ لِّرَبِّكُمْ وَزَكَاةٌ لِّاَعْمَالِكُمْ

রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “তোমাদের আমার প্রতি দরুদে পাক পড়া, তোমাদের দোয়াসমূহের হেফাযতকারী আর তোমাদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টতার মাধ্যম এবং তোমাদের আমলের পবিত্রতার কারণ।” **(আল ক্বওলুল বদী, ২৭০ পৃ:)**

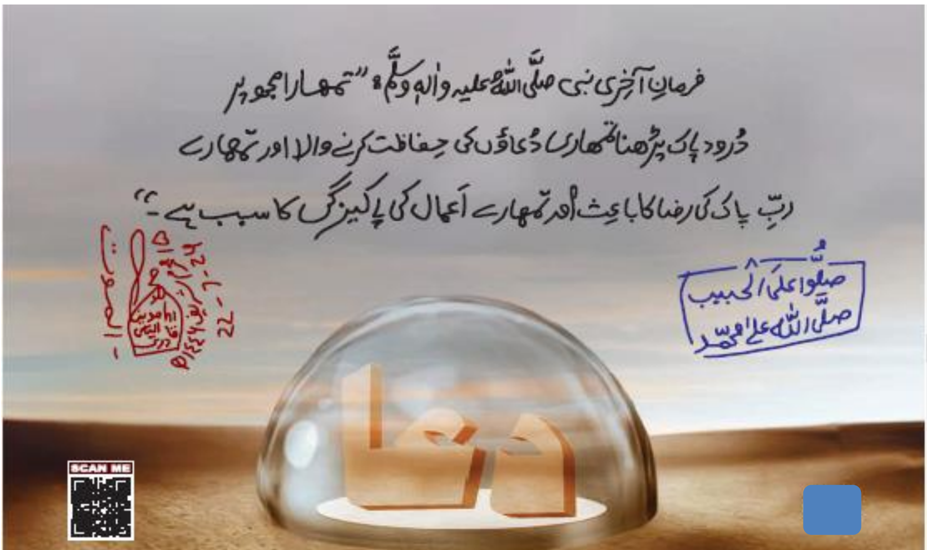

অনেক বড় ফেরেশতা

اِنَّ لِلّٰهِ مَلَكًا لَهٗ جَنَاحَانِ اَحَدُهُمَا بِالْمَشْرِقِ وَالآخَرُ بِالْمَغْرِبِ فَاِذَا صَلَّى الْعَبْدُ عَلَيَّ حُبًّا اِنْغَمَسَ فِي الْمَاءِ ثُمَّ يَنْتَفِضُ فَيَخْلُقُ اللهُ مِنْ كُلِّ قَطْرَةٍ مِّنْهُ مَلَكًا يَسْتَغْفِرُ لِذٰلِكَ الْمُصَلِّي عَلَيَّ اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “আল্লাহ পাকের একজন ফেরেশতা রয়েছে, যার একটি বাহু পূর্বে আরেকটি পশ্চিমে। যখন কোন ব্যক্তি আমার প্রতি ভালোবাসা সহকারে দরুদ প্রেরণ করে, তখন সেই ফেরেশতা পানিতে ডুব দিয়ে তার ডানা ঝাড়া দেয়, আল্লাহ পাক তার ডানা থেকে টপকে পড়া প্রতিটি ফোটা থেকে একজন করে ফেরেশতা সৃষ্টি করেন, সেই ফেরেশতারা কিয়ামত পর্যন্ত দরুদ পাঠকারীর জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে।” **(আল ক্বওলুল বদী, ২৫১ পৃ:)**

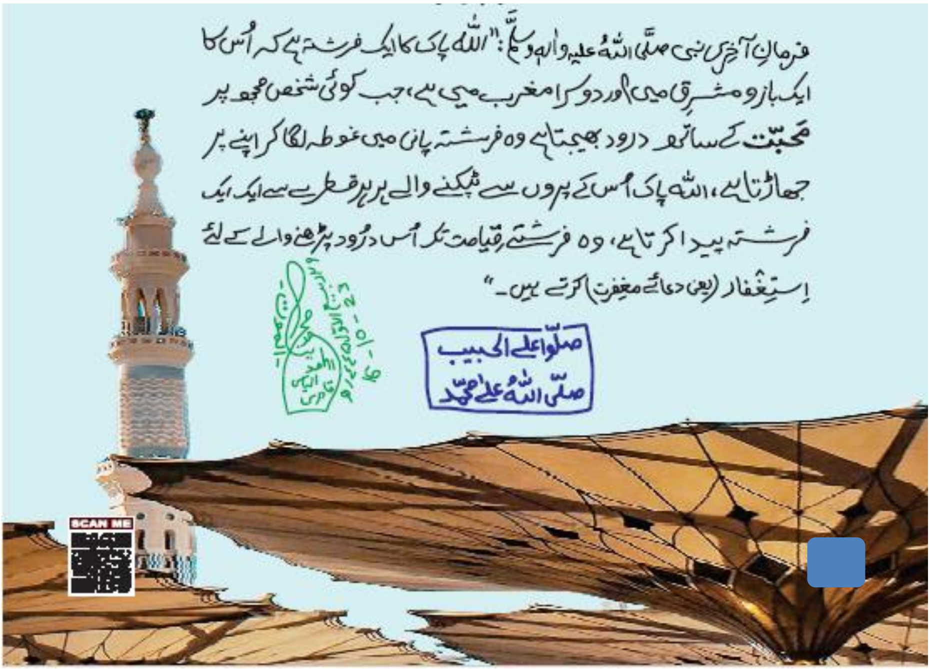

আশ্চর্যজনক পাখি

مَنْ عَطَسَ فَقَالَ الْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ مَّا كَانَ مِنْ حَالٍ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ اَخْرَجَ اللّٰهُ مِنْ مَّنْخِرِهِ الْاَيْسَرِ طَائِرًا يَقُوْلُ اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَائِلِهَا

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে হাঁচি আসলে এটা বললো:

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى كُلِّ حَالٍ مَّا كَانَ مِن حَالٍ وَصَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهٖ

তবে আল্লাহ পাক তার বাম নাসারন্দ্র (অর্থাৎ নাকের বাম ছিদ্র) দিয়ে একটি পাখি বের করিয়ে থাকেন, যে বলে: হে আল্লাহ পাক! এই ব্যক্তিকে ক্ষমা করে দাও।" **(আল ক্বওলুল বদী, ৪২৪ পৃ:)**

রহমতের দরজা খুলে যাবে

اِذا فَرَغَ اَحَدُكُمْ مِنْ طُهُورِهٖ فَلْيَقُلْ اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ واَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهٗ وَرَسُولُهُ
ثُمَّ لِيُصَلِّ عَلَيَّ فَاِذَا قَالَ ذٰلِكَ فُتِحَتْ لَهُ اَبْوابُ الرَّحْمَةِ

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যখন তোমাদের মধ্যে কেউ অযু শেষ করে, সে যেনো:

اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ واَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهٗ وَرَسُولُهُ

পাঠ করে, এরপর আমার প্রতি দরুদ শরীফ পড়ে, যখন সে এরূপ করবে তবে তার জন্য রহমতের দরজা খুলে দেয়া হবে।”

(আল ক্বওলুল বদী, ৩৪২ পৃ:)

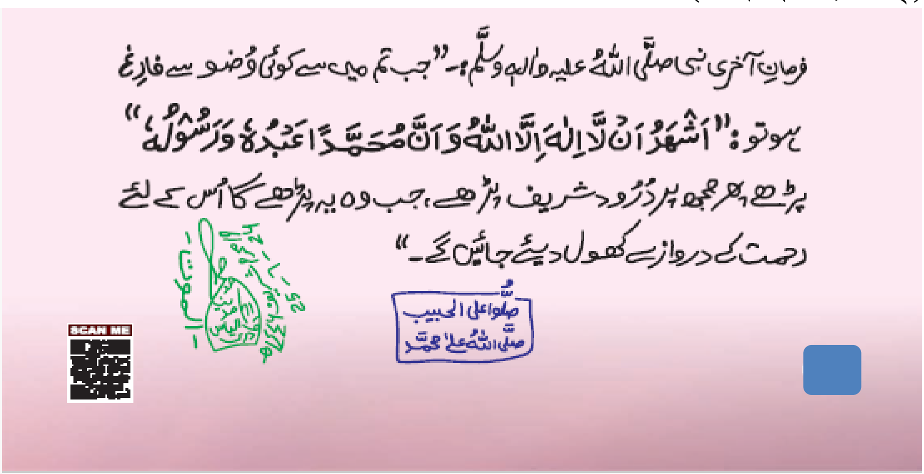

www.dawateislami.net

দরুদে পাক লিখার ফযিলত

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِيْ كِتَابٍ كَتَبَ اللهُ لَهٗ عَلٰى مَرِّ الْاَ يَّامِ فَضْلَ الصَّلَاةِ

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার প্রতি দরুদ শরীফ লিখলো, আল্লাহ পাক তার জন্য অতিবাহিত হওয়া দিনের বিনিময়ে দরুদে পাকের সাওয়াব লিখে দিবেন।"

(আল মাজালিসুল ওয়ায়েজিয়া, ১/৭৯)

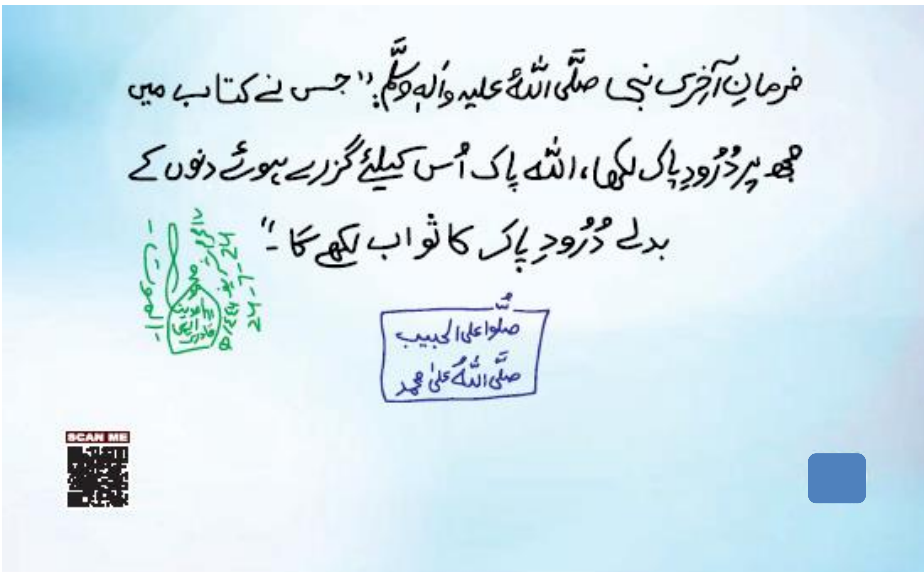

www.dawateislami.net

উচ্চ মর্যাদা পাওয়ার মাধ্যম

اِنَّ اللہَ تَعَالٰی جَعَلَ لِاُمَّتِیۡ فِی الصَّلَاۃِ عَلَیَّ اَفۡضَلَ الدَّرَجَاتِ

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّی اللہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “নিশ্চয় আল্লাহ পাক আমার উম্মতের জন্য আমার প্রতি দরুদে পাক পাঠ করার বিনিময়ে উচ্চ মর্যাদা রেখেছেন।” **(কাশফুল গুম্মাহ, ১/৩২৬)**

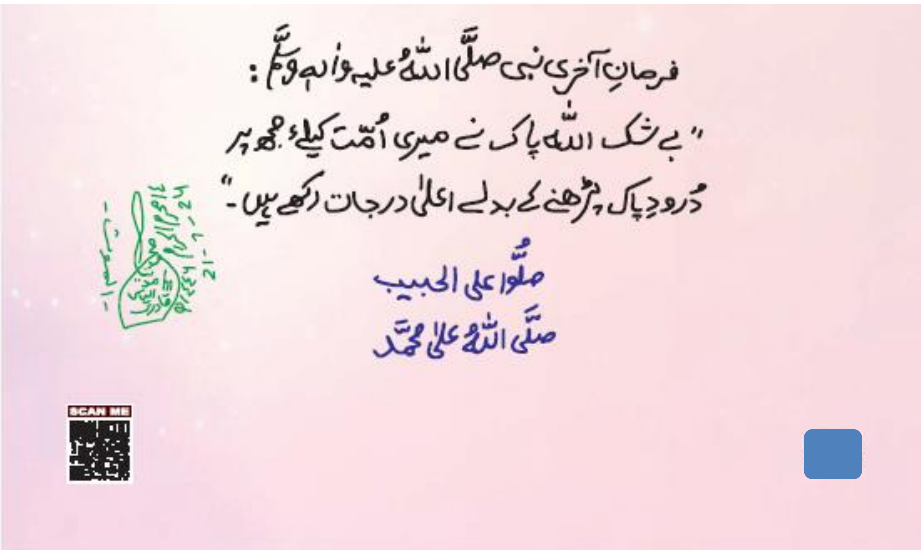

মুনাফেকি থেকে পবিত্র হৃদয়

مَنْ صَلَّى عَلٰى مُحَمَّدٍ طَهُرَ قَلْبُهُ مِنَ النِّفَاقِ كَمَا يُطَهِّرُ الثَّوْبَ الْمَاءُ

প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “মুহাম্মদ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এর প্রতি যে দরুদে পাক পড়ে, তার হৃদয় এমন পবিত্র হয়ে যাবে, যেমন কাপড় পানি দ্বারা পবিত্র হয়ে যায়।”

(কাশফুল গুম্মাহ, ১/৩২৭। আল ক্বওলুল বদী, ২৭৭ পৃ:)

মানুষের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি হবে

مَنْ قَالَ: ''صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ'' فَقَدْ فَتَحَ عَلٰى نَفْسِهٖ سَبْعِيْنَ بَابًا مِّنَ الرَّحْمَةِ

وَ اَلْقَى مَحَبَّتَهٗ فِيْ قُلُوْبِ النَّاسِ فَلَا يَبْغَضُهٗ اِلَّا مَنْ فِيْ قَلْبِهٖ نِفَاقٌ

রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে বলে:

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

সে রহমতের ৭০টি দরজা নিজের জন্য খুলে নিলো, আল্লাহ পাক তার ভালোবাসা মানুষের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে দিবেন, যার ফলে তার প্রতি বিদ্বেষ রাখবে না, কিন্তু সে ব্যতীত যার অন্তরে নিফাকি থাকবে।

(কাশফুল গুম্মাহ, ১/৩২৭)

আশি বছরের ইবাদত

مَنْ صَلّٰى صَلَاةَ الْعَصْرِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَقَالَ قَبْلَ اَنْ يَّقُوْمَ مِنْ مَّقَامِهٖ:
''اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْماً''
ثَمَانِيْنَ مَرَّةً غُفِرَتْ لَهٗ ذُنُوْبُ ثَمَانِيْنَ عَاماً وَّكُتِبَتْ لَهٗ عِبَادَةُ ثَمَانِيْنَ سَنَةً

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে জুমার দিন আসরের নামায আদায় করলো অতঃপর নিজের জায়গা থেকে উঠার পূর্বে ৮০বার এই দরুদ শরীফটি পড়লো:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِ نِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَ صَحْبِهٖ وَسَلِّمْ تَسْلِيْماً

তবে তার আশি বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যায় আর তার জন্য ৮০ বছরের ইবাদত লিখে দেয়া হয়।" **(আফদ্বালুন সালাওয়াতি লিননাবহানী, ২৫ পৃ:)**

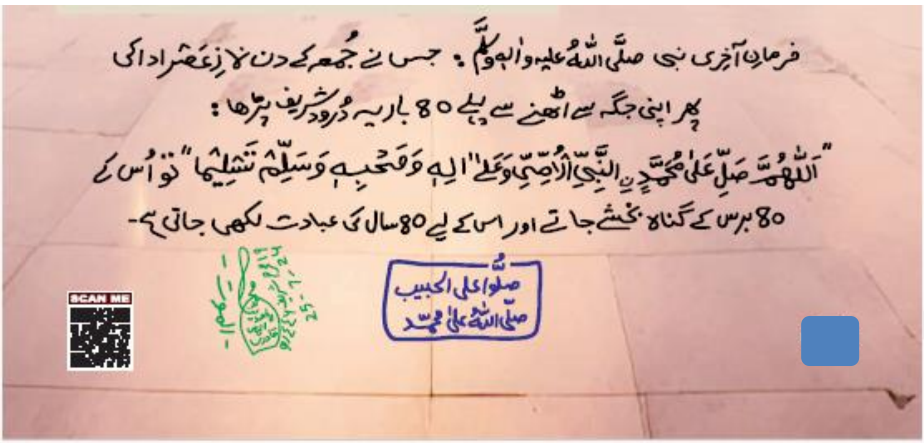

জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি

مَنْ صَلَّي عَلَيَّ فِيْ كُلِّ يَوْمٍ مِائَةَ مَرَّةٍ قَضَى اللهُ لَهُ مِائَةَ حَاجَةٍ اَيْسَرُهَا عِتْقُهُ مِنَ النَّارِ

আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার প্রতি প্রতিদিন ১০০বার দরুদে পাক পড়বে, আল্লাহ পাক তার ১০০টি প্রয়োজন পূরণ করবেন, যার মধ্যে সবচেয়ে সহজটি হলো, তার জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্তি।" **(আফদ্বালুস সালাওয়াতি লিননাবহানী, ২১ পৃ:)**

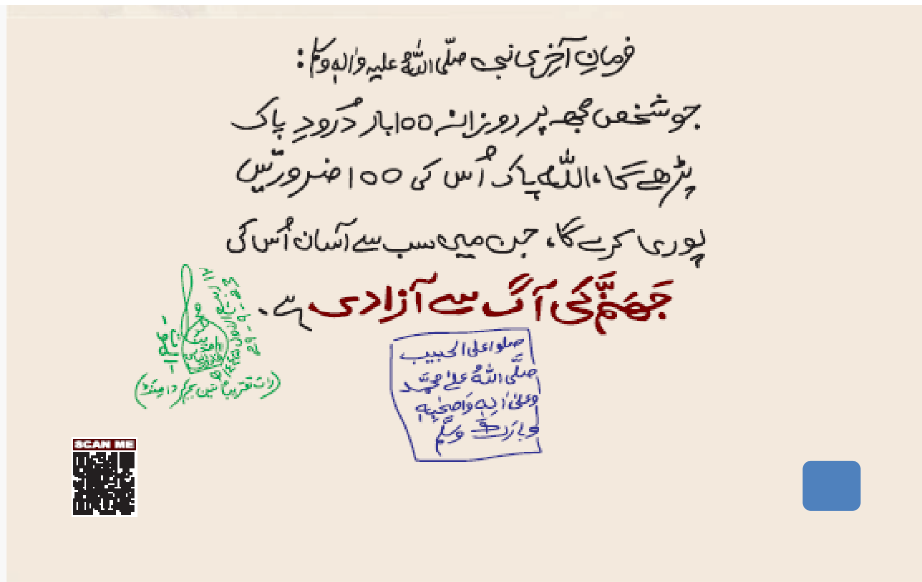

জান্নাতে স্থান দেখে নিবে

مَنْ صَلَّى عَلَيَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ اَلْفَ مَرَّةٍ، لَمْ يَمُتْ حَتّٰى يَرَى مَقْعَدَهُ مِنَ الْجَنَّةِ

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “যে ব্যক্তি আমার প্রতি জুমার দিন এক হাজারবার দরুদে পাক পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত জান্নাতে নিজের স্থান দেখে নিবে না।”

(আফদ্বালুস সালাওয়াতি লিননাবহানী, ২৫ পৃ:)

সবচেয়ে বেশি হুর কার জন্য?

اَکْثَرُکُمْ اَزْوَاجاً فِی الْجَنَّۃِ اَکْثَرُکُمْ صَلَاۃً عَلَیَّ

রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: “জান্নাতে সবচেয়ে বেশি হুর ঐ ব্যক্তি পাবে, যে আমার প্রতি সবচেয়ে বেশি দরুদে পাক পাঠকারী হবে।” **(আফদ্বালুস সালাওয়াতি লিননাবহানী, ২৫ পৃ:)**

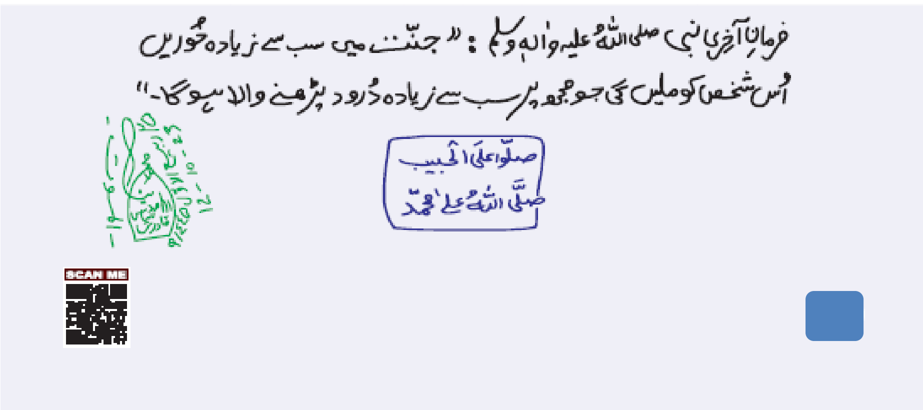

কখনো আযাব দেন না

اِنَّ اللّٰہَ تَعَالٰی لَیَنْظُرُ اِلٰی مَنْ یُّصَلِّیْ عَلَیَّ وَمَنْ نَظَرَ اللّٰہُ تَعَالٰی اِلَیْہِ لَا یُعَذِّبُہٗ اَبَدًا

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার প্রতি দরুদ শরীফ পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার প্রতি রহমতের দৃষ্টি দান করেন আর যার প্রতি আল্লাহ পাক রহমতের দৃষ্টি দান করেন, তাকে কখনো আযাব দেন না।" **(আফদ্বালুস সালাওয়াতি লিননাবহানী, ৪০ পৃ:)**

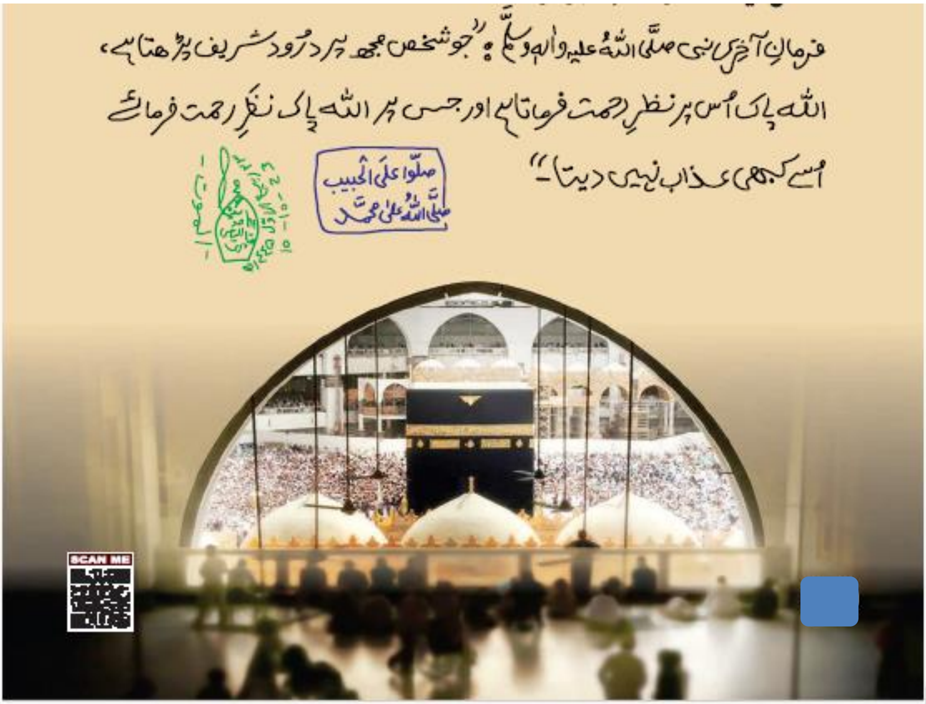

মাগফিরাতের মাধ্যম হওয়ার দরুদ শরীফ

اِنَّ مَنْ قَالَهَا وَكَانَ قَائِماً غُفِرَلَهٗ قَبْلَ اَنْ يَّقْعُدَ وَاِنْ كَانَ قَاعِداً غُفِرَلَهٗ قَبْلَ اَنْ يَّقُوْمَ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবিব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে এই দরুদে পাক পড়লো:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হবে।" **(সাআদাতুত দা'রাইন, ২৪৪ পৃ:)**

দরূদ শরীফ হচ্ছে দোয়া

আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه ইরশাদ করেন: নিশ্চয়ই দরূদ শরীফ হচ্ছে প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم'র জন্য দোয়া এবং যেরূপ এর উপকারীতা পাঠকের অর্জিত হয় তা কেবল তার জন্যই নয় বরং তাঁর জন্য দোয়া করাটা হলো সকল অনুগ্রহপ্রাপ্ত উম্মতের জন্য দোয়া কেননা সবাই তাঁর দৌলতময় দামন (তথা চরন)'র সাথে সম্পৃক্ত।

(ফাযায়িলে দোয়া, ২৩০ পৃষ্ঠা)

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৫৪১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-কাউছার শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৫৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net